unesco

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

মাদুর

স্বপ্নের বুনন

শিল্প শুধুই একটা হাতের কাজ নয়। তা হচ্ছে শিল্পীর অভিজ্ঞতার সম্প্রচার।

- লিও তলস্তয়

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (খোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। 'রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব'(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

মাদুর

মাদুরের মূল উপকরণ দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের জলাজমিতে জন্মানো মাদুরকাঠি নামে পরিচিত এক ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ। অপরিবাহী এবং ঘাম শুষে নেয় বলে আর্দ্র আবহাওয়ার জায়গাগুলিতে মাদুর ব্যবহারের চল রয়েছে। মেঝেতে পাতা ছাড়াও নানা প্রয়োজন ও অলংকরণের কাজে মাদুর ব্যবহৃত হয়। মূলত বিভিন্ন পরিবারের মহিলারাই এই চমৎকার বুনন শিল্পটির সঙ্গে জড়িত।

মসলন্দের ইতিহাসঃ সূক্ষ্মতম মাদুর

মুসলমান শাসকদের রাজত্বকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে মাদুর শিল্পের প্রচলন। তখন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সূক্ষ্ম সুতোর সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে চেরা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি হত ‘মসলন্দ’ মাদুর। জায়গীরদারি প্রথায় রাজস্ব হিসেবে মাদুর সংগৃহীত হত। ১৭৪৪ সালে নবাব আলীবর্দি খান এব্যাপারে জায়গীরদারদের একটা আদেশ জারি করে কালেক্টরেট-এর কাছে মাদুর পাঠানো বাধ্যতামূলক করেন। সময় এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে মাদুর বোনায় নানা বৈচিত্র্য এসেছে। মাদুর শিল্পীরা এখন মাদুর বোনা ছাড়াও তা দিয়ে আরও নানা ধরনের বৈচিত্রময় পণ্য তৈরি করেন।

মাদুরের বৈচিত্র্য —
এক-হারা এবং দো-হারা মাদুর

‘এক-হারা’ বা একজনের শোয়ার মতো মাদুর, ‘দো-হারা’ বা দুজনের উপযোগী মাদুর ছাড়াও রয়েছে মসলন্দ নামে সূক্ষ্ম বুননের মাদুর। দো-হারার বুনন এক-হারার তুলনায় ঘন এবং ব্যবহারের পক্ষে ভালো ও আরামদায়ক। মসলন্দ মাদুরের বুনোট খুবই সূক্ষ্ম এবং সযত্নে বাছাই করা মাদুরকাঠি দিয়ে সেখানে বুনে দেওয়া হয় চমৎকার জ্যামিতিক নকশা।

মাদুর বোনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন মোটিফ —

ডায়মন্ড প্যাটার্ন

হানি কম্ব (মৌচাক) প্যাটার্ন

রম্বাইডাল (বরফি)

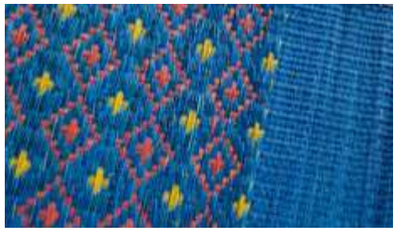

ক্যাসকেডিং প্যাটার্ন (হামা)

মাদুর বোনার প্রক্রিয়া

মাদুর রং করা

প্রস্তুতকারকরা মাদুরকাঠিগুলি রঙিন করেন প্রাকৃতিক এবং নানা লতাপাতা থেকে তৈরি রং দিয়ে। তারা ব্যবহার করেন অ্যাজো-ফ্রি রং। এই প্রক্রিয়াতে রয়েছে কাঠিগুলি কাটা, সঠিকভাবে সেগুলিকে গুচ্ছ করা, ফুটন্ত জলে রং মেশানো, রং মাখানো জলে কাঠিগুলিকে ভিজিয়ে রাখা এবং তারপর রোদে শুকোতে দেওয়া।

তাঁত-পূর্ববর্তী বুনন

সূক্ষ্ম বুননের প্রক্রিয়াটি শুরু হয় মূল উপকরণটি প্রস্তুত করার মধ্যে দিয়ে। এটাকেই সাধারণত বলা হয় 'তাঁত-পূর্ববর্তী বুনন'। মাদুরকাঠি চাষ হয় জলাজমিতে। গাছগুলির কাণ্ড ৪-৫ ফুট বড়ো হলে আবার জন্মানোর জন্য নীচে একটা ছোটো অংশ রেখে সেগুলিকে কেটে ফেলা হয়। প্রতিটি ডাল থেকে নরম ভিতরের অংশটি বাদ দিয়ে ৪ থেকে ৮টি ফালি করা হয়। এই ফালিগুলিকে জলে ভিজিয়ে নরম করা হয়। বোনার আগে ভেজানো ডালগুলিকে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর শুরু হয় তাঁতে অথবা হাতে মাদুর বোনা। গুণমান বাড়ানোর জন্য সুতি এবং সিল্কের সুতোও ব্যবহার করা হয়। মাদুর বোনা হয় ডায়মন্ড অথবা স্প্রেড প্যাটার্নে। আগে রংগুলি ছিল প্রাকৃতিক কিন্তু এখন শিল্পীরা ব্যবহার করেন কেমিক্যাল রং।

তাঁত নির্ভর পণ্য তৈরির প্রক্রিয়া -

বাজারের চাহিদা বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেঝেতে পাতার মাদুর ছাড়াও বুনন শিল্পীরা এখন মাদুর দিয়ে তৈরি করছেন নানা ধরনের শৌখিন ও ব্যবহারিক সামগ্রী। বর্তমানে তারা টেবিল ম্যাট, ব্যাগ, পার্স, বাক্স, ফাইল, ওয়াল হ্যাঙ্গিংস, পর্দা, টেবিল রানার্স, জ্যাকেট, পেন হোল্ডার ইত্যাদি পণ্যদ্রব্যও বানাচ্ছেন। মাদুরকাঠিগুলি ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখা হয় এবং তারপর সেগুলিকে শিল্পীদের কাছে থাকা এক ধরনের বিশেষ ছুরি (গেঁজে ছুরি) দিয়ে চিরে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। বোনার সময় দাঁত দিয়ে কাঠিগুলি চিরে নিলে কাঠিগুলি আরও সূক্ষ্ম হয়। কখনও কখনও কাঠিগুলি পাতা ইত্যাদি থেকে তৈরি প্রাকৃতিক রং দিয়ে ডাই করা হয়। স্থানীয়ভাবে এর নাম রাংচিতা। টানা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় পাটের সুতলি। একটা মতরঞ্চি তৈরি করতে সময় লাগে ২ সপ্তাহ থেকে ৩ মাস। এটা নির্ভর করে মাদুরকাঠিগুলির সূক্ষ্মতা, প্রতি ইঞ্চিতে টানার সুতোর সংখ্যা এবং ডিজাইনের সূক্ষ্মতার ওপর।

হস্তশিল্প কেন্দ্র

মাদুর একটি হস্তশিল্পের ঐতিহ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের দুই মেদিনীপুর জেলার গর্ব। পশ্চিম এবং পূর্ব মেদিনীপুরের ১৫টি ব্লকে মাদুরশিল্পীরা থাকেন। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং, পিংলা ও নারায়ণগড় এবং পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর, ভগবানপুর এলাকাতে মাদুর শিল্পের ক্লাস্টারগুলিকে শক্তিশালী করা হয়েছে। সবং মাদুর শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। সবং-এর সারতা গ্রাম মাদুর শিল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের জন্য বিখ্যাত। নানা ধরনের মসলন্দ মাদুর বোনার সুবাদে সুপরিচিত পূর্ব মেদিনীপুরের খোলাবেরিয়া গ্রামটিও।

বাংলার মাদুর জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন (জিআই) মর্যাদা পেয়েছে।

তথ্যচিত্র ঃ মাদুর মহিমা

হস্তশিল্প কেন্দ্র
পশ্চিম মেদিনীপুর * সবং * পিংলা * নারায়ণগড়
পূর্ব মেদিনীপুর * রামনগর * ভগবানপুর

মাদুর বোনার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন

মিঠুরাণী জানা, গৌরীরাণী জানা এবং গৌরীবালা দাস এই তিন মহিলা দক্ষ মাদুর শিল্পী। সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের স্বীকৃতি হিসেবে তারা পেয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ব্লকের সারতা গ্রামে এই মাদুরশিল্পীরা থাকেন। নিজেদের হস্তশিল্পের সূক্ষ্মতা দিয়ে এই তিন মহিলা মাদুর বোনার শিল্পকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। নির্ভুল দক্ষতায় তারা সূক্ষ্মতম মাদুরের ওপর ফুটিয়ে তুলেছেন ঐতিহ্যবাহী ও সমসাময়িক মোটিফ। এই মহিলারা এখন হয়ে উঠেছেন স্থানীয় বহু মহিলার অনুপ্রেরণা ও আইকন। তারা এখন এই শিল্পকে পুঁজি করেই অগ্রগতির পথে হাঁটছেন।

বুনন শিল্পী থেকে উদ্যোগীঃ পরিবর্তনের যাত্রা

তাপস জানা, অরুণ খাটুয়া এবং রঞ্জিত গুছাইত যথাক্রমে পশ্চিম এবং পূর্ব মেদিনীপুরের দক্ষ মাদুরশিল্পী। এখন এরা হয়ে উঠেছেন সফল উদ্যোগী। স্থানীয় শিল্পীদের নিজেদের উদ্যোগে কাজে লাগিয়ে ঐতিহ্যবাহী ও সমসাময়িক দুরকম কাজই তারা করছেন। তাপস জানা করেন হাতে বোনা ঐতিহ্যবাহী মাদুরের কাজ। অরুণ খাটুয়া এবং রঞ্জিত গুছাইত মাদুর দিয়ে নানা বৈচিত্র্যময় বানানোর কাজে নামজাদা শিল্পী। সাফল্যের প্রতিমূর্তি এই উদ্যোগীরা মাদুর বোনার দক্ষতার এক নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং হয়ে উঠেছেন স্থানীয় শিল্পীদের কর্মসংস্থানের এক উৎস।

বিনিময় এবং সহযোগিতাঃ
মাদুরশিল্পীরা সীমান্ত মুছে দিয়েছেন -

নিজেদের পণ্যদ্রব্যে উদ্ভাবন এবং সৃজনশীল কল্পনা আনার জন্য মাদুরশিল্পীরা কাজ করছেন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং শিল্পীদের সঙ্গে। নিজেদের শিল্পকে তুলে ধরার জন্য তারা পাড়ি দিচ্ছেন লিথুয়ানিয়া, জার্মানি, সুইডেন, ডেনমার্ক, ওমান, চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, কিরঘিজস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ।

সবং-এর লোকশিল্প কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ সবং-এর সারতায় মাদুরের একটি লোকশিল্প কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। উৎপাদন ও কাজের পরিবেশের মান উন্নয়নের জন্য সবং এবং পিংলায় নেতৃস্থানীয় উদ্যোক্তাদের ইউনিটে ৮টি উৎপাদন শেডও তৈরি করা হয়েছে যাতে অর্ডার ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উন্নতি হয়। এর ফলে এলাকায় পর্যটক এবং গ্রাহকদের যাতায়াতও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাদুর শিল্পী

পশ্চিম মেদিনীপুর

অলোক জানা - 9734845044
তাপস জানা - 9434942166
মিঠু রানী জানা- 7585860943
গৌরীবালা দাস - 9933517974
গৌরিরানী জানা - 9635178909
নিশিকান্ত দাস - 9800314193
অশোক জানা - 9733728742
অখিল জানা - 9748137691
অরুণ খাটুয়া - 9775134162
গুরুপদ মন - 8972511596
লক্ষ্মী সাহু - 8972187006
কল্যাণী মাইতি - 9382960641
নেতাই গায়েন - 9735318301
তাপস গায়েন - 7076177878
চন্দন মুলা- 9734736117
মদন মোহন মানা - 8617884163
শ্রীকান্ত মন্ডল- 9733706946

পূর্ব মেদিনীপুর

সরযুবালা গিরি - 9547321445
রঞ্জিত গুছাইত- 9733486806
বিশ্বজিৎ দত্ত - 9733804115
গোপাল জানা - 6296195193
স্বপন গিরি - 7586800532
পূর্ণ চন্দ্র গিরি - 9732785430
অশোক প্রধান - 9564300817
পবিত্র সামন্ত - 9775257518
সুশান্ত শশমল - 6294409035
অজয় গিরি - 8768892531
বিজয় গিরি - 9547376872
অনিল জানা - 9635777534
কালাচাঁদ প্রধান - 8327049782

মাদুরের পণ্যদ্রব্য

বাজারের চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাদুর ও মতরঞ্চি তৈরির পাশাপাশি মাদুর শিল্পীরা আলংকারিক এবং দৈনন্দিন জীবন ও গৃহসজ্জার উপযোগী জিনিসপত্রও তৈরি করছে। শিল্পীরা এখন টেবিল ম্যাট, ব্যাগ, পার্স, বাক্স, ফোল্ডার, ফাইল, ওয়াল হ্যাঙ্গিং, পর্দা, টেবিল রানার, জ্যাকেট, পেন হোল্ডার ইত্যাদি থেকে শুরু করে অনেক বৈচিত্র্যময় পণ্যদ্রব্য তৈরি করে।

দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী সামগ্রী

নোটবই

ব্যাগ

সামগ্রী

ফোল্ডার

টেবিল রানার ও ম্যাটস

দেওয়াল ঘড়ি

টেবিল রানার ও ম্যাটস

www.madurofbengal.com | www.rcchbengal.com | www.naturallybengal.com

MadurofWestBengal

marketplace.rcchbengal.com/craft/madur

unesco

Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal